দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 JUL 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

047

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ পদ্ধতি কি হবে? কারা তাদের নিযুক্ত করবেন? এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বার বার। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ঘাপলা হচ্ছে। শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। এ অভিযোগ এখন আর প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিযুক্তি পেতে নাকি গড়ে ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। এ হচ্ছে সদ্য সমাপ্ত অর্থনীতি সম্মেলনে একজন বিশেষজ্ঞের গবেষণা লব্ধ তথ্য। এ ঘটনার শুরু '৭০-এর দশকে। গণশিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে প্রথমে দু হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। ধীরে ধীরে এই সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০ হাজার শিক্ষকের চাকরি নিয়মিত করা হয়। এদের মধ্যে অনেকেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় গ্রাম গ্রামান্তরে শিক্ষকের চাকরি লোভনীয় হয়ে ওঠে। গ্রামে নিজের বাড়িতে থেকে নিয়মিত বেতন পাওয়া কম আকর্ষণীয় নয়। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনও একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়।

প্রশ্ন উঠেছিল এ বিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে। উপজেলা সৃষ্টির পূর্বে মহকুমা হাকিমের নেতৃত্বে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষই এ বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। উপজেলা সৃষ্টির পর দায়িত্ব পেয়েছে উপজেলা কর্তৃপক্ষ।

বেশ কিছুদিন যাবৎ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে ভাবছেন। শিক্ষক নিয়োগের নতুন পদ্ধতি নির্ধারণের চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি ঢাকা পৌর এলাকায় নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। সুপারিশ করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিজস্ব এলাকা থেকে বদলি করার। বিদ্যালয় এলাকায় তাদের থাকার ব্যবস্থার জন্য। এই সুপারিশ বাস্তবায়নও বেশ কঠিন বলেই মনে হয়। কারণ প্রাইমারী স্কুলগুলোর অবস্থা তত ভাল নয়, যাতে শিক্ষকদের থাকবার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়। উল্লেখ্য যে নিজস্ব এলাকা থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের বদলি করার সিদ্ধান্ত পূর্বে একবার নেয়া হয়েছিল। কার্যকরী করা যায়নি। এ মুহূর্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির যে হাল তাতে বিদ্যালয় এলাকার শিক্ষকদের থাকার ব্যবস্থা করাও কঠিন। তাই আমাদের মনে হয় শিক্ষার মান এবং পরিবেশের জন্য এই মুহূর্তে জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন।

একই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা-ভাবনারও প্রয়োজন আছে। বর্তমানে প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে যোগ্যতার বিধান আছে, তার চেয়েও উচ্চতর যোগ্যতার লোক পেলে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকার কথা নয়। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো যদি সামান্য অর্থের বিনিময়ে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করতে পারতে পারে, তাহলে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার মানের স্বার্থে উচ্চতর শিক্ষিত লোকদের কেন নিয়োগ করা যাবে না? এ বিষয়টিও বিবেচনা করা দরকার।

INSTITUTION'S NUMBER